দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ..09 DEC 2016.. ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম...2.....

এক পয়সাও খরচ করেনি ৩৯ বিশ্ববিদ্যালয়

এম এইচ রবিন ●

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় গবেষণা খাতে বরাদ্দের বিষয়ে উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ সংস্থার সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১৫ সালের সরকারি ও বেসরকারি ১২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৯টি গবেষণা খাতে এক পয়সাও খরচ করেনি। এগুলোর মধ্যে ২৮টি বেসরকারি আর ১১টি সরকারি। বর্তমানে সরকারি ৩৮টি ও বেসরকারি ৮৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

'উচ্চশিক্ষার সঙ্গে গবেষণা' অথবা 'গবেষণার সঙ্গে উচ্চশিক্ষা'– দুটি বিষয় নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবনে পরস্পর পরিপূরক। অথচ দেশের বিশ্ববিদ্যালগুলোয় শিক্ষা চলছে অনেকটা পুঁথিগত বিদ্যায়। এ পদ্ধতি মানসম্মত শিক্ষারও অন্তরায়। জ্ঞান ও প্রাযুক্তিক জনগোষ্ঠী তৈরি করতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) প্রতিযোগিতায় বিশ্ব থেকে পিছিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

গবেষণা খাত

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসডিজিতে বলা হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাপূর্ণ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। সরকারের নীতিনির্ধারণীদের বক্তব্যে এসেছে– আমাদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়েছে। এখন মানোন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু এর বাস্তব চিত্র তার উল্টো।

ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর গবেষণা খাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট ব্যয় ছিল ৮১ কোটি টাকা। ৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটির গবেষণায় গড় ব্যয় ছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা। তবে সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ২৭ কোটি টাকা। এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

এক পয়সাও খরচ করেনি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) দ্বিতীয় ব্যয় করেছে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি প্রায় ৯ কোটি টাকা। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার ব্যয় বাদ দিলে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ খাতে খুব সামান্যই ব্যয় করেছে।

উচ্চশিক্ষায় গবেষণায় অর্থ বরাদ্দের হার শূন্যের কোঠায় নেমে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইউজিসি। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলে মনে করে ইউজিসি বলছে, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু ক্রমাগত গবেষণা খাতে ব্যয় না করার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কমিশন উদ্বিগ্ন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে এ বিষয়ে বলেন, শিক্ষা ও গবেষণা খাতে ব্যয় কম শুধু বাংলাদেশেই। এ খাতে মোট জাতীয় আয়ের দশমিক এক শতাংশও বরাদ্দ থাকে না। অথচ উন্নত বিশ্বে এ খাতে অনেক বেশি ব্যয় করা হয়। সরকার ইতোমধ্যে 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)' লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। এ অবস্থায় মানসম্মত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে না পারলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে, যা সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলব শুধু মুনাফার দিকে নজর না দিয়ে গবেষণা খাতে টাকা ব্যয় করুন। অন্যথায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না।

গবেষণাহীন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় : ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত হলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৫ সালে ৮৫টি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ২৮টি গবেষণা খাতের জন্য এক পয়সাও খরচ করেনি। এ ছাড়াও অধিকাংশরা কোনো প্রকাশনা বা সাময়িকী প্রকাশ করেনি। বাকিরা নামেমাত্র গবেষণা খাতে বরাদ্দ রেখে দায় সেরেছে। তবে সব বিষয়ে মোট বরাদ্দের অর্ধেক ব্যয় করেছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। বরাদ্দ না রাখার মধ্যে ছিল প্রথম ক্যাটাগরির কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা ছিলই না– ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, সিটি ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, রয়েল ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়, ফেনী ইউনিভার্সিটি, ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটি, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়, টাইমস ইউনিভার্সিটি, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ইউনিভার্সিটি, রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মান ইউনিভার্সিটি, গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুইন্স ইউনিভার্সিটি ও পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ও বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি। মাত্র ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে বরাদ্দ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ইউজিসি। এগুলো হলো– ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস অব বাংলাদেশ এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

গবেষণাহীন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হলেও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়ও চলছে গবেষণার বেহাল দশা। ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টি ২০১৫ সালে গবেষণায় এক টাকাও খরচ করেনি। এগুলো হচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণায় বরাদ্দ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ), বুয়েট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ দুটি। প্রথমত, শিক্ষাদান। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাদানের জন্য নতুন নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন। একটি বাদ দিয়ে আরেকটি চলে না। বিশ্ববিদ্যালয় মানে হচ্ছে জ্ঞান সৃষ্টি করা। সেখানে গবেষণা না করে জ্ঞান সৃষ্টি সম্ভব নয়। গবেষণাহীন বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় না, এগুলো কলেজ। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যা দান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নয়। আর যদি তাই হয়, তা হলে স্কুল-কলেজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্থক্য থাকে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিবছর নিজ বাজেটের নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি অংশ গবেষণা খাতের জন্য বরাদ্দ রেখে খরচ করার কথা।